দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

রয়েল ভার্সিটির রাজশাহী ক্যাম্পাস বন্ধ

৪০০ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

রাবি রিপোর্টার

ক্যাম্পাস খোলার এক বছর না পেরুতেই রয়েল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ রাজশাহী ক্যাম্পাসের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনের অনিয়ম, অনৈতিক কার্যক্রমের কারণে ক্যাম্পাসের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এদিকে হঠাৎ ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করায় বিপাকে পড়েছে চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাদের শিক্ষাজীবন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে রাজশাহীতে রয়েল ইউনিভার্সিটির স্টাডি সেন্টার খোলার জন্য আবেদন করেন রাজশাহী (কাজলা) কমার্স কলেজের প্রিন্সিপাল শহীদুল ইসলাম বাদশা। নভেম্বর মাসে শহীদুল ইসলাম বাদশা ও অমিত চৌধুরীর সাথে লিখিত চুক্তি হয়। তাদের অর্থ সঙ্কটের কারণে ব্যবসায়ী নওশের আলী ও রাজশাহী এফএম-এর পরিচালক স্বাগতম কুমারকে এতে যুক্ত করে নতুনভাবে চুক্তি করে। জানা গেছে, এতে শহীদুল ইসলাম বাদশার মালিকানা রয়েছে ৩০ ভাগ, নওশের আলীর ৩৫ ভাগ, অমিত চৌধুরী বিশ্বাসের ২০ ভাগ এবং স্বাগতম কুমার সাহার ১৫ ভাগ। কাজলার হাদিস ফাউন্ডেশনে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার পর ১১ নভেম্বর ২০০৬ থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। এতে বিভাগ খোলা হয় বিবিএ, ইংরেজী, অর্থনীতি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং এমবিএ। মার্চ পর্যন্ত এর ভর্তি কার্যক্রম চলে। কাজলা ইউভার্সিটির সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৭ মার্চ ২০০৭ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের প্রফেসর মোকাররম হোসেনকে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ইউনিভার্সিটির পার্টনার শহীদুল ইসলাম জানান, মোকাররম হোসেন ক্যাম্পাসে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। নিজের উদ্যোগে তিনি বিভিন্ন জনবল নিয়োগ দেন এবং সকল হিসাব পত্র নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। মালিক পক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাওয়া হলেও তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করা হয়েছে। এদিকে শহীদুল ইসলাম এসব বিষয়ের প্রতিবাদ করলে মোকাররম হোসেন ঢাকার ক্যাম্পাসে রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ অ্যাডুকেশন স্টাডি সেন্টার (বিইএসসি) মালিকানা বাতিল করেন। পরে রাজশাহী ক্যাম্পাসে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রশাসনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, এরই মাঝে প্রফেসর মোকাররম ঢাকার সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন অনিয়মের কথা জানালে গত ১১ জুন ক্যাম্পাসের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এ খবর কো-অর্ডিনেটর জানার পরও ক্যাম্পাসে তা প্রকাশ করেনি। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও নিয়মিত বেতন ও পরীক্ষার ফি বাবদ নেয়া হয় ২ লাখ টাকা। পরে ২৭ জুলাই বন্ধ হওয়ার ঘটনা প্রকাশিত হলে ছাত্রছাত্রীরা তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পাসে আন্দোলন করে। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিনই আন্দোলন করতে থাকলে ৩০ জুলাই কো-অর্ডিনেটর স্থানান্তর করে তালাইমারীতে নতুন ক্যাম্পাস খোলে এবং সব জিনিসপত্র সেখানে নিয়ে যান। রয়েল ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার বলেন, রাজশাহীতে আমাদের কোন ক্যাম্পাস নেই, কেউ যদি ক্যাম্পাস খোলে তাহলে তারা নিজেরা বানিয়ে ছাত্রদের সার্টিফিকেট প্রদান করবে। এদিকে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমেই তাদের আন্দোলন জোরদার করছে। তারা শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে এ ব্যাপারে কর্মসূচী ঘোষণা করবে।